যুগশঙ্খ
কলকাতা
বুধবার, ৩ অক্টোবর, ২০১৮
Jugasankha
Wednesday, Kolkata
3 October, 2018

দান উৎসব পালনে কলকাতা প্রস্তুত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ অক্টোবর: আগামী ২ থেকে ৮ অক্টোবর দুঃস্থদের সাহায্যার্থে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে ১০ম দান উৎসব পালিত হবে কলকাতায়। 'জয় অব গিভিং উইক' শিরোণামে সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানে থাকছে ১৫০০ জন পথশিশুর জন্য 'বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক কর্মসূচি। উক্ত কর্মসূচিতে শিশুদের স্কুলব্যাগ, খাতা, পেন এবং রংপেনসিল দেওয়া হবে। স্টুডেন্টস্ অব আনন্দ দুঃস্থদের একটি স্কুল, পুরনো জামাপ্যান্ট সংগ্রহ করবে এবং তা শিয়ালদহ স্টেশনে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করবে। ২২টি এনজিও ১২০০ জন পথশিশুকে নিকো পার্কে নিয়ে যাবে রাইডগুলোতে চড়াবে এবং দুপুরের খাবার খাওয়াবে।

এইডস্ আক্রান্তদের মধ্যে বেঙ্গল নেটওয়ার্ক ফর পিপল্ লিভিং উইদ এইডস্ প্রকল্পে জামাকাপড়, কম্বল, স্বাস্থ্যসম্মত খেলনা বিতরণের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উস্থি উত্তর বিষ্ণুপুর ভারত তীর্থ স্থানীয় হাসপাতালের রোগীদের জন্য প্রাথমিক স্তরের স্কুলপড়ুয়াদের মারফৎ খাবার বিতরণে উৎসাহ দান করা হবে। পড়ুয়ারা তাদের গ্রাম পরিষ্কারও করবে। এতে বড়রাও তাদের সহযোগিতা করবে।

প্রিয়ংবদা বিড়লা অরবিন্দ আই হাসপাতাল লিলুয়ায় একটি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করবে। সেখানে ন্যূনতম ব্যয়ে ছানি-র চিকিৎসা করা হবে। প্রায় ৭০০ জন শিশুকে এমপি বিড়লা তারামণ্ডলে শো দেখানো হবে এবং তারপর তাদের বিভিন্ন মজার খেলায় অংশগ্রহণ করানো হবে।

স্থানীয় এনজিও মারফৎ কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয় বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দান উৎসব পালন করবে।

দান উৎসব সম্মান বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেডের একটি অদ্বিতীয় উদ্যোগ, যা কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয়, হাউজিং সোসাইটি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দুঃস্থকে দানে উৎসাহিত করবে। তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ এবং সামাজিক উন্নয়নেও তারা অংশগ্রহণ করবে। গতবছর ৩৫টি বিদ্যালয় এবং ৯০টি হাউজিং সোসাইটি দান উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল। খ্যাতনামা বিচারকমণ্ডলীর বিচারে আটটি বিদ্যালয় এবং ছয়টি হাউজিং সোসাইটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। এ বছর যে কেউ ওয়েবসাইট www.sammanawards.com দেখতে পারেন এবং 'দান'-এ উদ্যোগী হতে পারেন।

দান উৎসব একটি উৎসব, এনজিও-র মতো কোনও প্রতিষ্ঠান নয়। দিওয়ালি, খ্রিস্টমাস, ইদ, ওয়ার্ল্ড ডে অথবা মাদার্স ডে-র মতো উৎসবে মানুষের পাশে থাকে। 'ফেস্টিভ্যাল অব গিভিং' অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সংখ্যক সচেতন মানুষ স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নাম লিখিয়েছেন।

অনেকে এই উৎসবের জন্য অর্থ দান করেন, কেউবা তাদের সময়, কেউ আবার জিনিসপত্র, আমার কেউবা এর প্রতি ভালোবাসা জ্ঞাপন করেন। যে কেউ তাঁর নিজের ইচ্ছানুযায়ী দান উৎসব পালন করতে পারেন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মচারীদের স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করেন।

দান উৎসব প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের স্বেচ্ছায় 'দানের উৎসব', কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কোনও অনুষ্ঠান নয়।